দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

16

## মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি ইংরেজ নীতির অবসান হোক

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। সুদীর্ঘ মোঘল আমল হতে চলে আশা ইসলামী ঐতিহ্যমণ্ডিত এক সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা। সুলতানী ও মোঘল আমলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা হতে শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তিগণ জাতির কর্ণধার হতেন, নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজদের মুসলিম বিদ্বেষী ও ইসলামী ধ্বংসকারী শিক্ষানীতির ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। তারা মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্ফ জমাজমি প্রত্যাহার করে নেয়। এবং সকল প্রকার অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করে দেয়।

### শিক্ষাঙ্গনে

বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট প্লান পরিকল্পনা নিয়েছেন। দেশের এক বিরাট অংশ ছাত্র-ছাত্রীরা এবতেদায়ী দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়ন করে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জাতির উন্নয়নে প্রণীত বাজেট হতে যেন সকল শ্রেণীর লোকজন উপকৃত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে তা সুষম বন্টন করা। যদি তা না হয় তবে দেশে অস্থিরাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়ে পুনঃ বিবেচনা করার আহবান রাখছি।

(১) ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটে ৪০৩২টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন এবং প্রায় ৪৫০০টি পুরাতন স্কুলের মেরামত ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে।

কিন্তু দেশে বর্তমান ১৬৫৬১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার একটি মাদ্রাসারও সংস্কারের এবং একটি মাদ্রাসাও নতুন করে স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি। এটি কি ন্যায় সংগত?

(২) এ অর্থ বছরে সরকার ২০টি পিটিআই-এর শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, হোস্টেল ও শিক্ষকদের আবাসিক বাস ভবন নির্মাণের কথা বলেছেন এবং ৫২,৭৮৬ জন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দীর্ঘদিনের দাবী থাকলেও সরকার এ ব্যাপারে কোন বাজেট বরাদ্দ করেননি। জাতীয় বাজেটে এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৮৩ হাজার শিক্ষকের কোন অংশ নেই?

(৩) এবারের বাজেটে প্রাইমারী স্কুলে ১ কোটি ৬৭ লাখ সেট বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে কিন্তু মাদ্রাসার ১৭,০০;০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন বই পুস্তক বিনামূল্যে দেয়া হবে না।

পরিশেষে সরকারকে অতিসত্বর শিক্ষা খাতের বাজেট পুনঃ বন্টন করার কামনা করছি।

—মুহাঃ আবদুল বাছেত,
হাকিম এণ্ড সন্স হাউজ, সেউজগাড়ী,
বগুড়া।